

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ১৭, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০১ আশ্বিন ১৪২৬/১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.২৭১—বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নঈম চৌধুরী গত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইমালিগ্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

২। অধ্যাপক ড. নঈম চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৫ ভাদ্র ১৪২৬/০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(২২২৬১)
মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২৫ ভাদ্র ১৪২৬
ঢাকা : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নঈম চৌধুরী গত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইমালিগ্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

অধ্যাপক ড. নঈম চৌধুরী ১৯৪৬ সালে নোয়াখালী জেলায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বায়োকেমিস্ট্রি বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় হতে বায়োটেকনোলজি বিষয়ে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়া তিনি জার্মানির University of Karlsruhe থেকে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেন।

অধ্যাপক ড. নঈম চৌধুরী ১৯৬৮ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে যোগদান করেন। কর্মজীবনের ধারাবাহিকতায় তিনি উক্ত কমিশনের চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হন এবং অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে কর্মরত অবস্থায় তিনি বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৩ সালে সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট ও জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের গেস্ট প্রফেসর এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথম্যাটিকস এন্ড ন্যাচারাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপনা করেন।

অধ্যাপক নঈম চৌধুরী ১৯৭১ সালের শুরুতে কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য কানাডার McGill University-তে গমন করেন। কিন্তু ঐ সময় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি প্রবাসী ছাত্রদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি কানাডার কুইবেক বাংলাদেশ সোসাইটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। এ সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তাঁর স্কলারশিপ বাতিল করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী সম্পন্ন না করেই দেশে ফিরে আসেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্প তথা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সময় ২০১৪ সালে অধ্যাপক ড. নঈম চৌধুরীকে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত দায়িত্ব অত্যন্ত সুচারুরূপে পালন করে গেছেন।

অধ্যাপক ড. নঈম চৌধুরী একজন গবেষক হিসাবে প্রভূত সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন জার্নালে তাঁর অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

অধ্যাপক ড. নঈম চৌধুরী বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ‘বাংলাদেশ জার্নালিস্ট পদক, ২০০০’, ‘জাকি মেমোরিয়াল গোল্ড মেডেল, ২০০২’ এবং বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সেস কর্তৃক প্রদত্ত ‘ড. এম. ও, গণি স্বর্ণ পদক ২০০২’ প্রভৃতি সম্মাননায় ভূষিত হন।

প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ড. নঈম চৌধুরীর মৃত্যুতে দেশের বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অপরিমেয় শূন্যতার সৃষ্টি হল।

মন্ত্রিসভা বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নঈম চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,

ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd